মহঃ গিয়াসউদ্দিন
নন্দিতা সরকার
সম্পাদনা

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাস:কিছু প্রসঙ্গ

সোমপাবলিশিং

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাস : কিছু প্রসঙ্গ
সম্পাদনা : মহঃ গিয়াসউদ্দিন । নন্দিতা সরকার

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৯

সোম পাবলিশিং-এর পক্ষে কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
থেকে সর্বানী কুশারী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
মা শীতলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।
অলংকরণ : অনাথবন্ধু মুখার্জী
প্রচ্ছদ : সুশান্ত প্রধান

সম্পাদক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিক তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

ISBN : 978-93-87751-24-8

SWADHINATA PAROBORTI BANGLA UPANYAS :
KICHU PROSANGA
edited by
Md. Giasuddin
Nandita Sarkar
Published by SOM PUBLISHING
21, Kanai Dhar Lane , Kolkata 700 012
Ph - 8697267510
Email : sompublishing16@gmail.com

মূল্য : ৩০০.০০ (তিনশত টাকা মাত্র)

উৎসর্গ পত্র

(স্বর্গত) অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ মহাশয়
অধ্যাপক মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়
অধ্যাপক প্রজিৎ কুমার পালিত মহাশয়
অধ্যাপক সেলিম বক্স মন্ডল মহাশয়

শ্রদ্ধার সঙ্গে—

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' : অনাথের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ ও স্বপ্নপূরণের ইতিবৃত্ত ১৫১
নন্দিতা সরকার

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভালো লেগেছিল' : নাটককারের উপন্যাস ভাবনা ১৬০
অরুণ কুমার সাঁফুই

দীপেনের বিবাহবার্ষিকী: একদেশদর্শী বামপন্থী 'রাজনীতির বিকল্পঘর' ১৭০
মেহেবুব হোসেন

দেশভাগের প্রেক্ষিতে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' : চিন্তার রঙিন কোলাজ ১৮৪
বুবুল শর্মা

প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' : দেশভাগের যাঁতাকলে পিষ্ট মনুষ্যত্ব ২০০
আসরফী খাতুন

স্বাধীনতা পরবর্তী নদীকেন্দ্রিক গ্রামবাংলার জনজীবনের পরিবর্তন : প্রসঙ্গে আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' ২২৬
মহঃ গিয়াসউদ্দিন

ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি': আদিবাসী জীবনোপাখ্যান কিংবা সংস্কৃতির পণ্যায়নের কাহিনি ২৩৩
সুখেন মন্ডল

চেতনার প্রত্যাঘাত: নবারুণ ভট্টাচার্যের হারবার্ট ও তার কাউন্টারপার্ট ২৪৩
পিনাকী মাইতি

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' : সময়, সমাজ ও নারীকথা ২৫৩
বিকাশ রায়

অমর মিত্রের 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' : বৃত্তান্ত থেকে শিকড়ের সন্ধান ২৮০
মনোজিৎ দাস

শাহ্‌যাদ ফিরদাউসের 'ব্যাস' : এক অন্য পিতামহ উপাখ্যান ২৯৬
নিবেদিতা বিশ্বাস

আফসার আমেদের 'ধানজ্যোৎস্না' : 'মন কেমন করা' ভালোবাসার আখ্যান ৩০৫
অমিত কুমার চক্রবর্তী

আনসারউদ্দিনের ধর্মভাবনা: গো-রাখালের কথকতা ৩১২
ব্যাসদেব ঘোষ

মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন' : একুশ শতকের এক নারীর ভাবনায় পুরাণের সীতার রূপায়ন ৩২১
চৈতালী দাস

সোহরাব হোসেনের 'সরম আলির ভুবন' : নব-কালের মহাভারত ৩৩৪
তৌসিফ আহমেদ

প্রাবন্ধিক পরিচিতি ৩৫১

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভালো লেগেছিল' : নাটককারের উপন্যাস ভাবনা

অরুণ কুমার সাঁফুই

ক্ষণজন্মা নট, নাট্যকার, নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। অভিনয় শিল্পের সবগুলি মাধ্যমে তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন। অভিনয় ও নির্দেশনা ছাড়াও লেখালিখিতে অজিতেশ তাঁর মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। মৌলিক নাটক, অনুবাদ নাটক, রূপান্তর নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, ফিচার, চিত্রনাট্য, গল্প সব কিছুতেই তাঁর সরস, ঋজু ও বলিষ্ঠ লেখনীর পরিচয় মেলে। 'নান্দীকার' ১৯৬৮ সালে বাংলার ব্যস্ততম নাট্যদল ও অজিতেশ বাংলা চলচ্চিত্রের ব্যস্ততম অভিনেতা। ১৯৬৮তে অজিতেশ জার্মান নাট্যকার ব্রেখট এর 'থ্রি পেনি অপেরা' নাটক অনুবাদের কাজে হাত দেন। 'থ্রি পেনি অপেরা' অবলম্বনে লেখা 'তিন পয়সার পালা' নাটকটি ১৯৬৯ সালে মঞ্চস্থ হয়। এই ব্যস্ততার মধ্যে প্রিয়জনের অনুরোধ রাখার উদ্দেশ্যে অজিতেশ ১৯৬৮ সালে 'ভালো লেগেছিল' উপন্যাসটি রচনা করেন। ১৫ই নভেম্বর ১৯৬৮ সালে অজিতেশ তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লেখেন—

'ভাই বীরেন, ১৫/১০১৯৬৮

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। প্রথমেই আমার বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই তোমাকে। তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগলো। আমি নাটক লিখছিলুম এখন, একটা জার্মান নাটকের অনুবাদ। হঠাৎ তোমার চিঠি এলো। লেখা থামিয়ে উত্তর লিখছি।

নবরূপার সম্পর্কে গৌরাঙ্গ আমার খুব চেনা। এমনি সাধারণ ছেলে, বয়ঃকনিষ্ঠ, আবদার করে লেখা নিয়ে যায়। ও বলেছিল, একটা উপন্যাস লিখতে। শুরু করেছিলাম, ওটাই, ওই 'ভালোলেগেছিল', লেখাটাই। সময় নিতান্ত কম। নাটক, সিনেমা, ইত্যাদি নানা ঝামেলা। যখন আদ্ধেকটা হয়েছে তখন প্রায় মহালয়া আসে-আসে। জোর তাগাদা কী করব, কোনক্রমে শেষ করে দিয়ে দিলাম। লিখেছিলুম এটা প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব পরে দেব। তুমি তো

বুঝতেই পারো, বিনি পয়সার লেখার 'অবলিগেশান' পয়সা নিয়ে লেখার চেয়ে বেশী। গৌরাঙ্গ একজনকে দিয়ে বলে পাঠালো, পুজোতে আর 'প্রথম পর্ব' কথাটা লিখলুম না। পরের বার বরং 'দ্বিতীয় পর্ব' কথাটা দিয়ে দেব। আসলে পাঠক তুষ্টির ব্যাপার ছিলো। পুরো পরিকল্পনায় ছিলো, পিক্‌নিকটা পুরো সংসারের অচেনা বাইরেটা এবং অসম্পূর্ণ সুখের কথাগুলো বলা। তার মানে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। কল্যাণেশ্বরীর পুরোটা লিখেছিলুম এইজন্যে যে ওটা পরে একসময় অংশ-অংশ করে বিভিন্ন জায়গায় থাকবে। তাই পাণ্ডুলিপিতে পেন্সিল দিয়ে ওটার প্রায় সবটাই কেটে দিয়েছিলুম। যাতে, পরে যখন বাকীটা লিখবো তখন যেন ও জায়গাগুলো ব্যবহার করা যায়। গৌরাঙ্গ বলে পাঠিয়েছে, একে ছোটো হয়েছে (বেশি সংখ্যাই পাতাতেই বোধহয় উপন্যাসের গৌরব।) তায় আবার ওটুকু বাদ? তাই কি হয়? তাই সবটাই ছেপে দিয়েছে সত্যিকথা বলতে কি, আরো অনেকেই এই অভিযোগ করেছেন, আমি তাদের মুখেমুখে এর ইতিহাস বলেছি। তোমাকে লিখে জানালাম।

তুমি যে কষ্ট করে পড়েছো, এ জন্যে ধন্যবাদ। দোষত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করো। বাকীটা কোনোদিন লিখতে পারবো কি না তাও জানি না। যদি লিখি তোমাকে জানাবো।

পুনঃ শুভেচ্ছান্তে।

অজিতেশ।"[১]

১৯৮৩ সালে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাবা (ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়) ও মায়ের (লক্ষ্মীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়) নামে প্রতিষ্ঠা করেন 'ভুবনলক্ষ্মী' প্রকাশনা। এই বছরেই অজিতেশের অকাল প্রয়াণ ঘটে। এই প্রকাশনা থেকে ১৯৮৪ সালের, ২৪শে সেপ্টেম্বর, মহালয়ার দিন অজিতেশের 'ভালো লেগেছিলো' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেন, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী পরিবেশক 'দে বুক স্টোর'। 'ভালো লেগেছিল' উপন্যাসটি আকারে পৃথুল প্রকৃতির নয় বরং আকারে সংক্ষিপ্ত। এটাকে 'ঔপন্যাসিকা' বা 'নভেলেট' জাতীয় রচনা বলা যেতে পারে। উপন্যাসে শুরুর আগে সংযুক্ত হয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি 'অজিতেশ' স্মরণ বিষয়ক কবিতা। উপন্যাসটি অজিতেশ উৎসর্গ করেন তাঁর বাবা ও মায়ের নামে। 'ভালো লেগেছিল' উপন্যাসটির মুখবন্ধ লিখেছিলেন অজিতেশ অনুরাগী প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়